১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলা-২০২২ এর প্রতিবেদন

ভূমিকাঃ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড একটি নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালের বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন অনুবলে ৫মে ২০১৩ সালে রাবার বোর্ড গঠিত হয়। শুরু থেকে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যক্রম বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছিল। ৩০ এপ্রিল ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সাল পর্যন্ত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, এ এম মনসুরুল আলম বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের দায়িত্ব পালন করেন। জানুয়ারী ২০২০ সাল হতে জনাব জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী নিয়মিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত সময় কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে রাবার বোর্ডের কার্যক্রম ভালোভাবে শুরু করা যায়নি। ১লা নভেম্বর ২০২০ সালে বর্তমান চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার জাহান দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে পিছিয়ে পড়া রাবার খাতের উন্নয়নে করণীয় এবং আইনসম্মতভাবে অর্পিত যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ে কাজ শুরু করেন। এ প্রেক্ষিতে রাবার চাষ ও রাবার ভিত্তিক শিল্পের বিষয়ে জনসাধারণের নিকট ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নজরে আনার জন্য মেলার আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। রাবার বোর্ডে ডেপুটেশনে নিয়োজিত মাত্র পাঁচজন কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর নিরলস প্রচেষ্টায় রাবার খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারজাত শিল্পপণ্যের প্রচার, প্রসার ও বিপনণের নিমিত্তে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামস্থিত সিজেকেএস'এর জিমনেশিয়াম ও তৎসংলগ্ন মাঠে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের আয়োজনে, ৭-১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ ৮দিন ব্যাপি ১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলা-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় মোট ১৩ টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে মেলাকে সাফল্যমন্ডিত করে। ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয়সমূহঃ

- প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য ও এর গুণগত মান।
- রাবার চাষঃ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশে রাবার চাষঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে রাবার চাষের ভূমিকা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, (এম.পি) এবং সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসেবে মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার (এম.পি) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক ড. রফিকুল হায়দার, এফবিসিসিআই-এর পরিচালক জনাব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, গাজী টায়ারস্-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং এফবিসিসিআই-এর পরিচালক জনাব গাজী গোলাম আশরিয়া, বাংলাদেশ রাবার গার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশন এর উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সদস্য জনাব ছলিমুল হক চৌধুরীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার জাহান।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেন, জাতীয় অর্থনীতিতে রাবার শিল্পের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। এ খাতের উন্নতি হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে, বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রায় ৪০ হাজার একর জমিতে ১৮টি বাগান সৃজন করেছে। বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি ৩৩ হাজার একর জমি রাবার চাষের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটিসহ দেশের ১২টি জেলায় রাবার খাতের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ চলমান। রাবার চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সংগঠিত হয়ে খাতটির উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। সরকারি জমি ইজারা নেওয়া ব্যক্তিদের আন্তরিকতার সাথে রাবার চাষ করতে হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, সিনথেটিক রাবার আমদানী না করে দেশীয় প্রাকৃতিক রাবার ব্যবহারের জন্য রাবারভিত্তিক শিল্প উদ্যোগ নিতে হবে। এতে কার্বন শোষণের পরিমাণ বাড়বে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ফলে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় গ্লোবাল কার্বন ট্রেডিং এবং এনভাইরনমেন্টাল ফান্ড থেকে সহায়তা নেওয়া সম্ভব হবে। এই শিল্পের প্রসারে উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে রাবারজাত অধিক পণ্য দেশে উৎপাদনের জন্য শিল্প উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে উন্নত মানের রাবার গাছ লাগাতে হবে। তাহলে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত বিশেষ অতিথি পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার (এম.পি) বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দিকে তাকালে আমরা রাবারের উপস্থিতি দেখতে পাই, রাবার ছাড়া ভাবা যায় না। অথচ সেভাবে নেই প্রচারণা,

যার কারণে মানুষের মাঝে দীর্ঘদিন পরিচিতি লাভ করতে পারেনি রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য। তবে আজকের এই মেলা সাধারণ মানুষের মাঝে রাবারকে পরিচিত করে তুলবে, প্রসার হবে রাবারের তৈরি পণ্যগুলোর। তিনি আরো বলেন, রাবার গাছ একটি উন্নতমানের গাছ। এটি একদিকে জলবায়ুতে বিরাট ভূমিকা পালন করছে, সে সাথে এই গাছ দিয়ে উন্নতমানের ফার্নিচারও বানানো যায়। বর্তমানে রাবার দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তার কার্পেটিং; বাস, ট্রাক, প্রাইভেট কার, মোটর সাইকেল, রিকশার চাকার টায়ার; চপ্পল, বাকেট, বেলুনসহ অনেক পণ্য। একবার যদি এসব পণ্য বৈদেশিক মান ধরতে পারে তাহলে সূচিত হবে নতুন দিগন্ত।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, চট্টগ্রাম-এর চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার জাহান জানান, দীর্ঘ সময় ধরে রাবার চাষ ও রাবার ভিত্তিক শিল্প অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। অন্যান্য কৃষিজ, ফলজ কাজে এককালীন কর্মের সুযোগ থাকে। কিন্তু রাবার চাষে পূর্ণকালীন কাজ করার বিশাল সুযোগ রয়েছে। এতে গ্রামীণ পর্যায়ে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, সেই সাথে ঘটবে নারীর ক্ষমতায়ন। তাই আমরা চেষ্টা করছি রাবার খাতকে দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতে উন্নীত করতে। তিনি আরো বলেন, আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করে তাতে রাবারের তথ্য আপলোড করায় মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে মালয়েশিয়ান রাবার বোর্ড বাংলাদেশের সাথে যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ান রাবার বোর্ড-এর সাথে হাইকমিশনের প্রতিনিধিসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ভার্চুয়াল প্লাটফরমে মিটিং করেছে। মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী MoU স্বাক্ষরের জন্য ড্রাফট করা হয়েছে। ড্রাফট MoU বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত করার পর্যায়ে আছে। MoU সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের রাবার খাতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং প্রশিক্ষিত শ্রমিকের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান এবং রাবার রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

"প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য ও এর গুণগত মান"- শীর্ষক ১ম সেমিনার ০৮/০৯/২০২২খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য নির্ভর প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা উন্মোচন করা হয় । মূল প্রবন্ধ পাঠে ছিলেন জনাব ফরশাদ আলম, কনসালট্যান্ট ও রাবার বিষয়ক প্রশিক্ষক । তিনি তার বক্তব্যে রাবারের ইতিহাস, রাবার গাছের বিচিত্র উপকারিতা ও নানাবিধ ব্যবহার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও রাবার শিল্পে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ও তার অবদানের প্রেক্ষাপটও ফুটিয়ে তোলেন তার আলোচনায় । তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর হওয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাবার শিল্পকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর জাহেদা সুলতানা , ভাইস প্রিন্সিপাল , রাঙামাটি সরকারি কলেজ। তিনি প্রাকৃতিক রাবারের বিভিন্ন জাত ও রাবার প্রক্রিয়াকরণ কৌশল, রাবার গাছের পরিচর্যা ও রাবার শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন, তিনি বলেন- "বাংলাদেশের আবহাওয়া রাবার গাছের জন্য উপযোগী , আমরা যদি এই শিল্পে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারি , বাংলাদেশ রাবার রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারবে। সভ্যতার অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রাবার শিল্প সম্প্রসারণের উপর অনেক নির্ভরশীল , সাদা সোনা খ্যাত এই শিল্পে আমাদের সুনজর দেয়ার সময় এসেছে। দক্ষ জনবল , প্রশিক্ষণ ও রাবারের গুণগত মান উন্নয়নে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে"।

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে আরো ছিলেন জনাব মোঃ মোকছেদুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও জেনারেল ম্যানেজার (রাবার), বিএফআইডিসি । তিনি বলেন, "আমাদের রাবার চাষে ভিন্নতা আনতে হবে, নতুন প্রযুক্তির সাথে আমাদের নিজেদের পরিচয় করানো খুবই প্রয়োজনীয়। রাবার শিল্প রক্ষায় প্রতিটি পলিসির যথাযথ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন আমাদের রাবার শিল্পকে অনন্য মাত্রায় নিয়ে যাবে। আমাদের রাবার সম্প্রসারণ ও পরিচর্যায় সরকারি হস্তক্ষেপ ও প্রশাসনের কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে হবে। এছাড়াও রাবার ব্যবস্থাপনায় বীমা সুবিধা, ব্যক্তিগত ব্যাংকিং সুবিধা ও রাবার শ্রমিকদের যথাযথ জীবনমান উন্নয়নে নজর দেয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বোপরি রাবারকে কৃষিখাত হিসেবে ঘোষণা করতে হবে"।

রাবার চাষ গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমস্যা সমাধানে দারুণ ভূমিকা পালন করে । চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে রাবারকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে আমাদের গবেষণা খাত, রাবারের মান উন্নয়ন, যথাযথ গুদামজাতকরণের মাধ্যমে নিজেদের শিল্পকে বৈশ্বিক চাহিদায় পরিনত করতে হবে ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও মূখ্য আলোচকের ভূমিকা পালন করেন জনাব মো: রেজাউল করিম চৌধুরী, মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

মেয়র জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, এরকম ভিন্ন মাত্রার রাবার মেলা ও সেমিনার সবাইকে নতুনভাবে প্রেরণা যোগাবে , তাই এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি । রাবার নিঃসন্দেহে একটি লাভজনক মাধ্যম। বহুমাত্রিক ব্যবহার থাকলেও কেন যেন মনে হয় রাবার শিল্প খানিক অবহেলিত। তবে হতাশার পেছনে আলোর পথযাত্রা শুরু করেছি আমরা, ত্যাগ সংগ্রাম করে উন্মোচন করতে যাচ্ছি রাবার শিল্পের এক ভিন্ন মাত্রা । সমৃদ্ধির পেছনে সংগ্রাম থাকবেই, এটাই শ্বাশত , আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পেয়েছি এই সোনার বাংলাদেশ। তাই আমাদের শিল্পকে আরো পরিচর্যা করতে হবে, আজকের অঙ্কুর একদিন মহীরুহ হবে প্রত্যাশা করি আমরা। সংগ্রাম যাত্রায় উদ্যমী হতে হবে, আমাদের আজকের রাবার শিল্প একদিন সাদা সোনা ফলাবে । সততা - একাগ্রতা - নিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ । আজকের ১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলা সফল হয়েছে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার জাহান বলেন, "আমাদের স্বপ্নের এই পথচলা খুব বেশী দিনের নয়, তবে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছি। এই যাত্রায় আমাদের সবাইকে নিজের জায়গা থেকে সচেতন হতে হবে, উদ্যোগী হতে হবে আরো বেশী।" পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান অতিথির হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক তুলে দিয়ে ও উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

- **রাবার চাষঃ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ- শীর্ষক ২য় সেমিনার ০৯/০৯/২০২২খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।**

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে তথ্য নির্ভর ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠ করা হয়; মূল প্রবন্ধ পাঠে ছিলেন ড. আমিন উদ্দিন মৃধা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; তিনি বলেন, "রাবার শিল্প সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক পর্যায় থেকে গঠনমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। রাবারের পলিমার , রাবার সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রযুক্তিগত সমন্বয় সাধন করতে হবে। বাংলাদেশের মাটি, মাটির অম্লত্ব , পানির ঘনত্ব ও আবহাওয়া রাবার চাষের জন্যে খুব বেশী অনুকূলে। কিন্তু আমাদের অবহেলা, রাবার গাছের অযত্নের ফলে আমরা আশানুরূপ ফলন পাই না; রাবার গাছের ক্ষেত্রে জমে থাকা পানি খুবই ক্ষতিকর এছাড়াও রাবার গাছ রোপনের ৬-৭ বছর পর যেহেতু এর ফলন শুরু হয় সেহেতু এই সময় পরিধিতে আমাদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। রাবার চাষের সাথে যারা জড়িত আছে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয়; রাবার গাছের রোগ সমূহের নিরাময় ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে হবে; কাঁচামালের যথাযথ ব্যবস্থাপনাও খুব কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।"

আলোচক হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), তিনি বলেন, "আমরা রিসার্চ থেকে দেখতে পাই রাবার গাছ অন্য গাছ থেকে বেশি কার্বন শোষণ করে থাকে, এটি গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। রাবার শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের সিনথেটিক রাবারের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে, রাবার আমদানিতে শুল্ক বাড়াতে হবে এবং রাবার চাষে সনাতন পদ্ধতির ঘোর থেকে বেরিয়ে নতুন নতুন ক্লোন নিয়ে এসে রাবার চাষ ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে হব। এছাড়াও রাবার চাষ লেবার ইনটেনসিভ একটি শিল্প, এক্ষেত্রে লেবারদের যথাযথ মূল্যায়ন করে তাদের মানোন্নয়ন করা খুবই জরুরি । আমাদের সমন্বিত রাবার চাষ কনসেপ্টের সাথে নিজেদের পরিচিত করতে হবে। সর্বোপরি রাবার ইন্ডাস্ট্রিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতকে একই সাথে যুক্ত করতে পারলে রাবার শিল্প সাদা সোনা হিসেবে আমাদের অর্থনীতিকে আলোড়িত করবে।"

অনুষ্ঠানের মূখ্য আলোচক ও প্রধান অতিথির ভূমিকা পালন করেন ড.ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। প্রধান অতিথি আলোচক বৃন্দদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন, তিনি বলেন, "সভ্যতার অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রাবার শিল্প সম্প্রসারণের উপর অনেক নির্ভরশীল, সাদা সোনা খ্যাত এই শিল্পে আমাদের সুনজর দেয়ার সময় এসেছে। দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষণ ও রাবারের গুণগত মান উন্নয়নে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে। আমি আশ্বস্ত করছি তৃণমূল পর্যায়ের চাষীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, যথাযথ বনায়ন ও প্রযুক্তিগত সমন্বয়ের মাধ্যমে এই শিল্পকে এগিয়ে নিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।"

রাবার শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে এই ভিন্ন মাত্রার সেমিনার আয়োজনের সভাপতিত্বে ছিলেন বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার জাহান । তিনি বলেন "রাবার চাষ গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে । আমাদের যদি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে রাবারকে টিকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে আমাদের গবেষণা খাত, মান উন্নয়ন, যথাযথ গুদামজাতকরণের মাধ্যমে নিজেদের শিল্পকে বৈশ্বিক চাহিদায় পরিণত করতে হবে ।

১৯৭৩-১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকারের সময় রাবার চাষের উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তিনি ১৯৭৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি রামু রাবার বাগানে পরিদর্শনে গিয়ে বলেন, "জরুরি কর্মসূচির মাধ্যমে আট বছরে রাবারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে।" সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে আমরা এগিয়ে চলেছি, চলার পথে আমাদের অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে, আমরা সৎ সাহসের সাথে সেগুলো প্রতিহত করে এগিয়ে চলেছি। আমাদের ১ লক্ষ ৪০ হাজার একর রাবার বাগান আছে যার মধ্য থেকে ৬৭ হাজার মেট্রিক টন রাবার উৎপাদন করা হয়। আমাদের প্রতিবছর রাবারের চাহিদা প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিক টন, যা আমাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তবে বাংলাদেশ বন শিল্প কর্পোরেশন ও ব্যক্তিমালিকানাধীন কিছু রাবার রপ্তানিও হয়। এই চাহিদার সম্পূর্ণ ভাগ পূরণ করা এবং রপ্তানি বাড়ানো আমাদের বর্তমান লক্ষ্য। সকলের সমন্বয় ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যাবো। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পরিশেষে দর্শক সারি থেকে প্রশ্নোত্তর পর্বের পর সবাইকে অভিনন্দন জানানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়।

- **বাংলাদেশে রাবার চাষঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা-শীর্ষক ৩য় সেমিনার ১১/০৯/২০২২খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।**

তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়; মূল প্রবন্ধ পাঠে ছিলেন ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম। তিনি তার যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপনে বলেন," রাবার

আমাদের দেশের বৃক্ষ না, ক্রিস্টোফার কলম্বাস কর্তৃক রাবার আবিষ্কারের ফলে রাবার পরিচিত হলো সবার কাছে, সভ্যতার বি াশে [illegible] এখন পর্যন্ত আমরা
সবাই শিল্পে পরিণত করতে শুরু করে, এর পরবর্তী কালে বাংলাদেশে মালয়েশিয়া থেকে কিছু রাবার গ ছের ক্লোন আনে, ও কিছু সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা
সেগুলো থেকেই লেটেক্স উৎপাদন করছি। রাবার চাষের জন্য আমাদের আবহাওয়া খুবই উপযোগী, কিন্তু এ স
চাহিদা মাফিক লেটেক্স উৎপাদন করতে পারছি না। আমাদের লক্ষ্য আমরা আমাদের চাহিদা পূরণ করে বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করবো। আমরা নতুন
তিনটি রাবার লাইন ডেভেলাপ করেছি, ১- BFRI Rubber line MR 001 (Parent clone PB 350 Malaysia), ২- BFRI
Rubber line MR 002 (Parent clone RRIM 2024 Malaysia) ৩- BFRI Rubber line MR 003 (Parent clone
RRIM 2002 Malaysia)। আমরা হাইইল্ডিং রাবার ভ্যারাইটি ক্লোনের সাথে নিজেদের পরিচিত করছি এবং আমাদের লেটেক্স উৎপাদন
বাড়ানোর জন্য তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করছি। আমরা প্রত্যাশা করছি আমরা এই শিল্পকে সাদা সোনা রূপে অর্থনীতিতে পরিচয় করাতে
পারবো।"

এছাড়াও আলোচক জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, উপদেষ্টা ও প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ রাবার গার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম বলেন,
"আমাদের রাবার বাগান অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাবার বাগান শ্রমিক বা সংশ্লিষ্টদের জন্য কোন ঋণ নেই, আমাদের বাগানে বন্য
হাতির উপদ্রব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই, এই জিনিসগুলো সমাধান করলেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত
লক্ষ্যে পৌছাতে পারবো।"

সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ।
তিনি তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় রেখে বলেন, "আমাদের রাবার শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ডিমান্ড এবং সাপ্লাই সার্কেলে সবার নজর
দিতে হবে। আমাদের এই শিল্পের স্টেকহোল্ডাররা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে পলিসি মেকিং, গ্রোথ এনালাইসিস ও ইফেক্টিভনেসে গুরুত্ব দেওয়া
উচিত। দিন দিন আমাদের লেবার ও অর্গানাইজেশন সেটআপ উন্নত করা, রাবারের উন্নত ক্লোন নিয়ে আনা এবং লেটেক্স উৎপাদনে প্রযুক্তির
যথাযথ সংযোগ সমন্বয় করতে হবে।"

এই অনুষ্ঠানের মূখ্য আলোচক ও প্রধান অতিথির ভূমিকা পালন করেন জনাব মোঃ মুসলিম চৌধুরী, মূখ্য হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, মহা
হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, রাবার শিল্পের উৎপাদন স্টেক হোল্ডার ও ব্যবহারিক স্টেক হোল্ডারদের মাঝে
আমরা কোন যোগাযোগ সেতু নির্মাণ করতে পারি নি। যেকোন শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে হলে স্টেক হোল্ডারদের সাথে হায়ার অথোরিটির একটা
ভালো ব্রিজিং লিংক থাকতে হয়; এই খাতগুলোতে আমাদের আরো গোছালো হতে হবে। রাবার নিঃসন্দেহে একটি লাভজনক মাধ্যম।
বহুমাত্রিক ব্যবহার থাকলেও কেন যেন মনে হয় রাবার শিল্প খানিক অবহেলিত। তবে হতাশার পেছনে আলোর পথযাত্রা শুরু করেছি আমরা,
ত্যাগ সংগ্রাম করে আমরা উন্মোচন করতে যাচ্ছি রাবার শিল্পের এক ভিন্ন মাত্রা। সমৃদ্ধির পেছনে সংগ্রাম থাকবেই, এটাই শ্বাশত। আমি প্রত্যাশা
করবো রাবার অবশ্যই কৃষি পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং একদিন আমাদের সম্ভাবনা ও গর্বের বিষয় হবে।"

রাবার শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে এই ভিন্ন মাত্রার সেমিনার আয়োজনের সভাপতিতে ছিলেন বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার
জাহান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে রাবার খাত একটি বিশাল সম্ভবনাময় খাত। পরিকল্পিত বিনিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের
মাধ্যমে বাংলাদেশের রাবার খাত দেশের উন্নয়ন ঘটানোর পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনে সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং
পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে। দেশে উৎপাদিত রাবার দেশীয় শিল্পে ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা
সাশ্রয় করা সম্ভব। সিনথেটিক রাবারের ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশে ইতিবাচক অবদান রাখা সম্ভব হবে।

পরিশেষে দর্শকসারি থেকে প্রশ্নোত্তর পর্বের উত্তরপ্রদান করার পর অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান অতিথির হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক তুলে
দেন। অতঃপর উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

- **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে রাবার চাষের ভূমিকা-শীর্ষক ৩য় সেমিনার ১২/০৯/২০২২খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।**

তথ্য নির্ভর প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা উন্মোচন করা হয়; মূল প্রবন্ধ পাঠে ছিলেন বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সম্মানিত
চেয়ারম্যান ও অনুষ্ঠানের সভাপতি সৈয়দা সারওয়ার জাহান। তিনি তার যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপনে বলেন, "বাংলাদেশ রাবার বোর্ড তার
রাবার চাষ ও উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগে অবদান রেখে চলেছে। আমাদের এ ধরণের কাজকে আরো গতিশীল করতে প্রশিক্ষণ ও পলিসি প্ল্যানিং এ
কাজ শুরু করেছি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাকৃতিক রাবার চাষ বেশ ভালো অবদান রাখতে সক্ষম; আমরা প্রত্যাশা
করছি ২০৩০ সালের মুধ্যে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো। রাবার গাছ পরিবেশ বান্ধব, রাবার গাছের শেকড় থেকে শুরু
করে ফুল, পাতা পর্যন্ত যথেষ্ট উপকারী। রাবার গাছ একটি দ্রুত বর্ধনশীল গাছ এবং এ গাছ পরিপক্বতা অর্জনের পর থেকে ৩৪ বছর পর্যন্ত লেটেক্স
দেয়। প্রতি বছর রাবার গাছ প্রতি হেক্টরে ৩৩.২৫ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রকৃতি থেকে প্রশমিত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডেলটা প্ল্যানের সাথে
রাবার শিল্পের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই রাবার চাষকে একটি সাদা সোনার শিল্পে পরিণত করতে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন - গবেষণা,

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ক্লোন বিনিময় । এই মেলার আয়োজনের আরেকটি অন্যতম দিক হলো দেশী ও বিদেশি বিনিয়োগ- কে স্বাগত জানানো। আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করবো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিনথেটিক রাবারের ব্যবহার কমিয়ে দেশীয় প্রাকৃতিক রাবারের সর্বোত্তম ব্যবহার করা হোক।"

এছাড়াও আলোচক হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এনডিসি , অতিরিক্ত সচিব , পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন, "আমরা সবাই একযোগে চেষ্টা করছি বাংলাদেশকে একটি শিল্পবান্ধব দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে ; বাংলাদেশ রাবার শিল্পও এর আওতাভুক্ত। আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে তবে শ্রম ,মেধা ও নিষ্ঠার সাথে আমরা এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারবো । ১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পমেলা -২০২২ এর উদ্দেশ্য সৎ। এই মেলা একটি সাহসী ভূমিকা পালন করবে। এরকম একটি বিশ্লেষণধর্মী ও পরিবেশ সহায়ক সেমিনার ও আলোচনা সভার পাশাপাশি দৃষ্টিনন্দন মেলার আয়োজন করার জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ড -কে নিরন্তর শুভেচ্ছা।"

জনাব মো: মনিরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে এমডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রখর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পরিলক্ষিত হয়। সরকারের সহায়ক নীতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দরিদ্র-বান্ধব সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দৃঢ় জিডিপি প্রবৃদ্ধি, কৃষি থেকে আরও উৎপাদনশীল শিল্পখাতে অর্থনীতির ধীরে ধীরে কাঠামোগত পরিবর্তন, মৃত্যু হার হ্রাসের সাথে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, নারী শ্রমশক্তির ক্রমাগত অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহার, এবং সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি-এই সমস্ত পারস্পরিক শক্তিশালীকরণের উপাদানগুলো বাংলাদেশে এমডিজি অর্জনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। ফলশ্রুতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে একাধিক পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টের সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনেও শুরু থেকেই সরকার বদ্ধ পরিকর। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত সুরক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এসডিজিতে যে কাঠামো প্রদান করা হয়েছে, সেটি সরকার তার নিজস্ব উন্নয়ন এজেন্ডাতে সম্পৃক্ত করেছে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈশ্বিক অঙ্গীকারও পূরণ করা। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আকাঙ্ক্ষা হলো "লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড", অর্থাৎ কাউকে বাদ নিয়ে নয়, যা নিশ্চিতে সরকার গৃহহীন ও ভূমিহীন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, দুর্গম এলাকায় ও বিপন্ন অবস্থায় বসবাসকারীদের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেহেতু বাংলাদেশে রাবার চাষের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনেক লোক সম্পৃক্ত, রাবার উৎপাদনে অল্প পানি, স্বল্প সার ও স্বল্পমাত্রার কীটনাশক প্রয়োজন হয় এবং অন্যান্য গাছের তুলনায় রাবার গাছ অধিক কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে ও অধিক অক্সিজেন নিঃসরণ করে তাই এসডিজি'র বেশ কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্টগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, দারিদ্র দূরীকরণ ও নারী কর্মসংস্থান বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। যেহেতু রাবার বাগানে টেপার এবং শ্রমিক হিসেবে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়িত সেহেতু এসডিজি-র লক্ষ্য অর্জনে ও বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে। দেশীয় বাস্তবতায় নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা ও কৌশলের সাথে সমন্বয় করে যদি এসডিজি স্থানীয়করণ করা যায় তবে সাশ্রয়ীভাবে অধিক সুফল পাওয়া সম্ভব হবে, যাতে লাভবান হবে পুরো দেশ। গুণগত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তুলে এবং সাধারণ জনগণকে উন্নয়ন এজেন্ডার সকল স্তরে সম্পৃক্ত করে ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেই কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পিত পথ-নকশাতেই দেশ পরিচালনা করছেন। আমাদের দায়িত্ব হবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি/নীতি-কৌশল গ্রহণ করে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হওয়া যার মাধ্যমে এসডিজি'র মতো বৈশ্বিক অভীষ্টও আমরা অর্জন করতে সক্ষম হব।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও মূখ্য আলোচক জনাব জুয়েনা আজিজ, এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তিনি তার মূল্যবান বক্তব্যে বলেন," রাবার চাষ একটি সম্ভাবনাময় শিল্প । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে স্বপ্ন আমরা ২০৩১ সালের মধ্যে উন্নয়ন সূচকে পৌঁছাবো সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে রাবার শিল্প একটি মূল সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। আমরা সবসময়ই প্রান্তিক ও তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থাকে অনুপ্রাণিত করছি । আমরা আমাদের জায়গা থেকে বাংলাদেশ রাবার মালিক, রাবার শ্রমিক ও রাবারের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সম্মান জানিয়ে বলতে চাই, আপনাদের শ্রম ও উন্নয়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। শ্রমিক- মালিক ও প্রশাসনের মেলবন্ধনের মাধ্যমে আমরা একদিন সোনার বাংলাদেশে সাদা সোনার ফলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবো বলে প্রত্যাশা করছি"।

পরিশেষে দর্শকসারি থেকে প্রশ্নোত্তর পর্বের পর অনুষ্ঠানের সভাপতি কর্তৃক প্রধান অতিথির হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক প্রদানের পর উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

১৪/০৯/২০২২তারিখ **১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্প পণ্য মেলা ২০২২** এর সমাপনী দিনে চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী, দর্শনার্থী, রাবার বাগান মালিক ও রাবার ভিত্তিক শিল্প মালিকগণের এবং পরিবেশবাদীদের অংশগ্রহণে মুখরিত হয়ে ওঠে।

বেলা ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত "সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান" এর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "প্রথমদিকে মানুষ রাবার কী, চিনতো না। রাবার শীট কিভাবে বানানো হয় তাও জানতো না। প্রথমে যখন গাজী টায়ারস ব্যবসা শুরু করে তখন অল্প অল্প পরিমাণে বিদেশ হতে রাবার আমদানি করতো। পরবর্তীতে বিএফআইডিসি হতে রাবার কিনে ফ্যাক্টরি চালাতে হতো। এভাবেই গাজী টায়ার রাবার শিল্পের প্রসার লাভ করে।" রাবারের গুণগত মানোন্নয়ন করার উপরে গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, উন্নতমানের রাবার উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে দেশীয় রাবার ব্যবহার করা দুরুহ হয়ে পড়বে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কৃষ্ণপদ রায়, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার), পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, " কিছু কিছু বাগানে অপরাধপ্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুধু রাবার বাগানে না, প্রায়ই শিল্পে কিছু সমস্যা, অপরাধপ্রবণতা প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। ইতোমধ্যে সারা দেশে পুলিশের সহায়তা দ্বিগুণ করা হয়েছে। এই রাবার চাষে যারা জড়িত আছে, যে কোনো ধরনের নিরাপত্তা বা আইন শৃঙ্খলার অবনতি হলে বাগানের মালিকগণ সবসময় পুলিশ বিভাগের সহায়তা পাবে বলে আশ্বাস দেন"।

জনাব আব্দুর রশীদ ভুলু, সভাপতি, রাবার শিল্প মালিক সমিতি (চট্টগ্রাম বিভাগ) বলেন, রাবার শীট বা কষের মূল্য দিন দিন কমে যাওয়ায় তাদের প্রায় সময় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাবার গার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশন এর সভাপতি জনাব মুহাম্মদ হারুন, রাবারকে কৃষি পণ্য ঘোষণা পূর্বক বাগান মালিকদের কৃষি ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানান।

সবশেষে সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দা সারওয়ার জাহান সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মেলাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং রাবার মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এছাড়াও সমাপনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, জনাব শাহজাহান সরকার, উপ-মহাব্যবস্থাপক বিএফআইডিসি, রাবার বাগানের মালিক জনাব আরিফ হাসনাইন এবং জনাব নুরুল আফসার মিয়া।

মেলায় ১০/০৯/২০২২ তারিখে রাবার বিষয়ে রচনা, চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রচনা, চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

রচনাঃ ১। ৫ম-৮ম (ক গ্রুপ) -বাংলাদেশের রাবার চাষের বর্তমান পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা।

২। ৯ম-১২শ (খ গ্রুপ) -প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য।

চিত্রাংকনঃ ১। ১ম-৪র্থ (ক গ্রুপ) -উন্মুক্ত।

২। ৫ম-৮ম (খ গ্রুপ) -রাবার বাগান।

৩। ৯ম-১২শ (গ গ্রুপ) -বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশে রাবার চাষ।

কুইজঃ ১। ৮ম-১২শ -প্রাকৃতিক রাবার বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান।

২৭টি স্কুল-কলেজের প্রায় ১২০ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান শেষে রাবার মেলা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত রচনা, চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতায় নিম্নোক্ত বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়ঃ

রচনা প্রতিযোগিতাঃ (ক গ্রুপ)

স্থান	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১ম	নাদিরাহ্ নুজহাত	ড. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
২য়	তাসনিয়া নাওয়ার তোয়া	মুরাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩য়	হামিম সারতাজ আনওয়া	কাপাসগোলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

রচনা প্রতিযোগিতাঃ (খ গ্রুপ)

স্থান	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১ম	সাদিয়া শারমিন	নাজিরহাট কলেজ

২য়	সিফাত উল্লাহ সোলতান	কলেজ অব সাইন্স, বিজনেজ এন্ড হিউমেনিটিজ(CSBH)
৩য়	মিলি আক্তার	সরকারি মহিলা কলেজ

চিত্রাংকনঃ (ক গ্রুপ)

স্থান	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১ম	আদ্রি চৌধুরী	সি এন্ড বি কলোনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
২য়	মোঃ আকিব বিন ওয়াহিদ	হামজারবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩য়	মুহাম্মদ সাহাজাই সাদিদ	হামজারবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

চিত্রাংকনঃ (খ গ্রুপ)

স্থান	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১ম	সুবাহনা শওকত	বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
২য়	সাফীরাহ মাকারিম	বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৩য়	প্রিমেল চক্রবর্তী	ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

চিত্রাংকনঃ (গ গ্রুপ)

স্থান	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১ম	নুরে জান্নাত	রেলওয়ে পাবলিক হাই স্কুল
২য়	নুসরাত জাহান প্রিতী	বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৩য়	নাদিয়া ইসলাম	কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ

কুইজ

স্থান	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১ম	সিফাত উল্লাহ সোলতান	কলেজ অব সাইন্স, বিজনেজ এন্ড হিউমেনিটিজ(CSBH)
২য়	নাদিয়া শারমিন	নাজিরহাট কলেজ
৩য়	সাদিয়া শারমিন	নাজিরহাট কলেজ

৮ দিনব্যাপী এই মেলায় সকল অংশীদারগণ রাবার খাতের উন্নয়নে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত "১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্প মেলা- ২০২২"র মাধ্যমে সাধারণ মানুষ রাবার চাষ, রাবারের তৈরি শিল্পপণ্য, রাবার ভিতিক শিল্পের প্রসার, রাবারের ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, তরুণ প্রজন্ম রাবার চাষ ও রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবে। যা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং রাবার চাষের প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে।

এছাড়াও ০৮ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত রাবার মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলগুলো হতে ০৩ ক্যাটাগরিতে সাতটি প্রতিষ্ঠানকে বিজয়ী ঘোষণা করে তাদেরকে সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

১। Walkar Footwear (RFL).
২। বাংলাদেশ রাবার গার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশন।
৩। বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৪। GAZI TYRES.
৫। ভুলু ক্যামিক্যাল এন্ড রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ।
৬। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৭। তাজ প্লান্টার্স।
৮। খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড।
৯। মেসার্স সীমা এন্টারপ্রাইজ।

১০। Welcast Grouop.
১১। খাগড়াছড়ি রাবার বাগান মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড।
১২। লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড।
১৩। মেসার্স আরিফ এন্টারপ্রাইজ।

বিজয়ী প্রতিষ্ঠানগুলো হলোঃ

ক-বিভাগঃ (রাবার চাষ)

১ম স্থানঃ বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন।
২য় স্থানঃ লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড।
৩য় স্থানঃ খাগড়াছড়ি রাবার বাগান মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড।

খ-বিভাগঃ(গবেষণা)

১ম স্থানঃ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট।

গ-বিভাগঃ(শিল্পপণ্য প্রদর্শনী)

১ম স্থানঃ গাজী টায়ার্স।
২য় স্থানঃ খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড।
৩য় স্থানঃ ভুলু কেমিক্যাল এন্ড রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ।